কলকাতার উচ্চ আদালতে

দেওয়ানি আপিল বিচার ক্ষেত্র

আপিল বিভাগ

উপস্থিতঃ

বিচারপতি অজয় কুমার গুপ্ত

২০২২ সালের এফএমএটি (এমভি) ৫৯

প্রতিমা সাহু

বনাম

চোলামণ্ডলম এমএস জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড এবং আরেকজন

আপিলকারীর জন্য : শ্রী শুভঙ্কর মণ্ডল, আইনজীবী

ইনস. কোম্পানির পক্ষে উকিল : শ্রী এস. গাঙ্গুলি, আইনজীবী

শুনলেন : ০৫.০৯.২০২৩

বিচার : ২৭.০৯.২০২৩

বিচারপতি অজয় কুমার গুপ্ত :

১. অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা বিচারক-কাম-মোটর দুর্ঘটনা দাবি ট্রাইব্যুনাল, ২ নম্বর কোর্ট, তামলুক দ্বারা প্রদত্ত রায় এবং পুরষ্কারের বিরুদ্ধে আপিলকারী/দাবিদার দ্বারা তাত্ক্ষণিক আপিল দায়ের করা হয়েছে, যার ফলে দাবির আবেদন জমা দেওয়ার তারিখ থেকে প্রতি বছর ৬ শতাংশ হারে সুদ সহ ২,০৯,৭৪৬/- টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে, অর্থাৎ ১২.০২.২০১৪ থেকে এবং আদায়ের তারিখ পর্যন্ত উত্তরদাতা নং ১/বীমা কোম্পানির বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এবং উত্তরদাতা নং ২/ আপত্তিকর গাড়ির মালিকের বিরুদ্ধে একতরফা। মোটর যানবাহন আইন, ১৯৮৮ এর ধারা ১৬৬ এর অধীনে ভুক্তভোগী/আবেদনকারীর আঘাতের ক্ষেত্রে বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল দ্বারা উক্ত রায়টি পাস করা হয়েছিল (এখানে "উক্ত আইন" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে)।

২. আপিলকারীর মামলার সংক্ষিপ্ত তথ্য হলো, তিনি দাবির আবেদন দাখিল করেছিলেন যে, ১৬.১০.২০১৩ তারিখে বিকাল ৪.৩০ মিনিটে, যখন আপিলকারী/দাবীদার জিয়ান্ডা বাসস্ট্যান্ডে বাসের জন্য অপেক্ষা করছিলেন, তখন ’মূল মুহূর্তে, ডবলু বি ৩০এল/৮৮৪৪ নম্বরের একটি মারুতি ভ্যান পাঁশকুড়া থেকে কোলাঘাটের দিকে দ্রুতগতিতে আসছিল, যা বেপরোয়াভাবে এবং অবহেলার সাথে মানুষের জীবন ও নিরাপত্তাকে বিপন্ন করে তুলেছিল এবং হঠাৎ আপিলকারী/দাবীদারকে ধাক্কা দেয়, যার ফলে আপিলকারী/দাবীদারের শরীরে একাধিক গুরুতর আঘাত লাগে। তাকে তাৎক্ষণিকভাবে দক্ষিণ মেছোগ্রামের নিউ মাদার তেরেসা নার্সিং হোমে স্থানান্তরিত করা হয় এবং তারপরে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে কলকাতার ল্যাববিক মেডিকেল সেন্টার প্রাইভেট লিমিটেডে ভর্তি করা হয়।

৩. আরও জানা যায় যে, অপরাধমূলক গাড়ি মারুতি ভ্যানের চালকের বেপরোয়া ও অবহেলার কারণে দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল। এটি তার ব্যক্তির উপর গুরুতর আঘাত করেছিল, যিনি প্রায় ৩৭ বছর বয়সী গৃহবধূ ছিলেন। আবেদনকারী/দাবিদার দাবি করেছিলেন যে দুর্ঘটনার তারিখে তার আয় প্রতি মাসে ৪০০০ টাকা এবং দুর্ঘটনার পরে তিনি ৫০ শতাংশ পর্যন্ত স্থায়ী অক্ষমতায় ভুগছেন। তিনি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় অবাধে চলাচল করতে অক্ষম এবং তার হাঁটার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। তিনি তার ভবিষ্যতের উপার্জনের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিলেন এবং মানসিক ব্যথা তে ভুগছিলেন, যন্ত্রণা এবং অক্ষমতার কারণে সারা জীবন ভুগবে।

৪. আপিলকারী বিবাদী নং ১/বীমা সংস্থার পাশাপাশি বিবাদী নং ২/অভিযুক্ত মারুতি ভ্যানের মালিককে বিবাদী হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তবে, অভিযুক্ত গাড়ির মালিক শুরু থেকেই মামলাটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি। বীমা সংস্থা লিখিত বিবৃতি দাখিল করে আবেদনকারীর দ্বারা উত্থাপিত সমস্ত উপাদানগত বিতর্ক এবং অভিযোগ অস্বীকার ও বিতর্ক করে মামলাটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। এটি একটি আবেদনও নেওয়া হয়েছিল যে অপরাধী গাড়িটি উক্ত এর সাথে জড়িত ছিল না। দুর্ঘটনা এবং অবশেষে দাবির আবেদন খারিজ করার জন্য প্রার্থনা করে।

৫.	বিচার চলাকালীন, আবেদনকারী নিজেকে পি. ডব্লিউ. ১ এবং একজন তপস দলুই, পি. ডব্লিউ. ২ হিসাবে ল্যাববিক মেডিকেল সেন্টার প্রাইভেট লিমিটেডের সুপারভাইজার এবং একজন সঞ্জিত বিশ্বাস, ম্যানেজারের অনুমোদিত প্রতিনিধি (প্রশাসন), লাববিক মেডিকেল সেন্টার প্রাইভেট লিমিটেড পি. ডব্লিউ ৩ হিসাবে এবং জেলা হাসপাতাল, পূর্ব মেদিনীপুরের একজন মেডিকেল অফিসার পি. ডব্লিউ ৪ হিসাবে পরীক্ষা করেছেন মেডিকেল বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত শংসাপত্র।

৬.	আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী দ্বারা জমা দেওয়া হয়েছে যে আবেদনকারী ৫০০০/- টাকার ব্যথা ও যন্ত্রণা শিরোনামে প্রদত্ত কম ক্ষতিপূরণ এবং মাত্র ১০ বছর ও ১০ মাসের জন্য আয় ও ভবিষ্যতের আয়ের ক্ষতির বিষয়ে বিদ্বেষ ও অসন্তুষ্ট বোধ করছেন, যদিও মেডিকেল বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত অক্ষমতা শংসাপত্রের পরিমাণ ৫০ শতাংশ। অতএব, তিনি ক্ষতিপূরণ বাড়ানোর জন্য এই আপিল দায়ের করেন।

৭.	আরও জোরালোভাবে যুক্তি দেওয়া হয় যে, বিদ্বান ট্রাইব্যুনাল দুর্ঘটনার সময় গৃহবধূ ভুক্তভোগীর আয়কে কোনও যৌক্তিকতা ছাড়াই প্রতি মাসে ৩০০০ টাকা হিসাবে ধারণাগত আয় হিসাবে গ্রহণ করে ভুল করেছে, যদিও ভুক্তভোগীর দাবি ছিল যে তার আয় ছিল প্রতি মাসে ৪০০০ টাকা। তদনুসারে, মাননীয় ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত রায় এবং রায় সংশোধন করার প্রয়োজন ছিল, যাতে তার প্রকৃত আয় প্রতি মাসে ৪০০০ টাকা বিবেচনা করে ব্যথা ও যন্ত্রণার ক্ষতিপূরণ বৃদ্ধি করা হয় এবং আয় এবং ভবিষ্যতের আয়ের ক্ষতির শিরোনামে বৃদ্ধি করা হয়।

৮. অন্যদিকে, উত্তরদাতা নম্বর ১/বীমা সংস্থার পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান কৌঁসুলি বলেন যে, যখন দাবিদার ভুক্তভোগীর প্রকৃত আয় প্রমাণ করতে ব্যর্থ হন এবং তার দাবি প্রমাণ করার জন্য লর্ন্ড ট্রাইব্যুনালের সামনে কোনও নথি পেশ না করেন, তখন লর্ন্ড ট্রাইব্যুনাল তার আয়কে প্রতি মাসে ৩০০০/- হিসাবে একটি ধারণাগত আয় হিসাবে যথাযথভাবে বিবেচনা করেছেন। লর্ন্ড কাউন্সেল আরও যুক্তি দিয়েছিলেন যে মেডিকেল বোর্ড কর্তৃক জারি করা অক্ষমতা শংসাপত্রটি কেবল ১০ বছরের জন্য। প্রতিবন্ধী শংসাপত্র নিজেই প্রতিফলিত করে যে আঘাতের প্রকৃতি অস্থায়ী প্রকৃতির। তদনুসারে, বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল যথাযথভাবে তার ভোগান্তির জন্য আয়ের ক্ষতির মূল্যায়ন করেছে এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে তিনি কেবলমাত্র আয়ের ক্ষতি এবং ভবিষ্যতের আয়ের জন্য ১,৯৫,০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী। বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল ৫০০০/- টাকা মানসিক যন্ত্রণা এবং যন্ত্রণা হিসাবেও মূল্যায়ন করেছে। সুতরাং, বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক গৃহীত ২০.০২.২০২০ তারিখের রায় এবং পুরষ্কারে হস্তক্ষেপ করার দরকার নেই। বিকল্পভাবে, তিনি আরও জমা দিয়েছিলেন যে এই আদালত যদি অক্ষমতাকে স্থায়ী অক্ষমতা হিসাবে বিবেচনা করে, তবে এটি সামগ্রিকভাবে ২৫ শতাংশ হওয়া উচিত কারণ তিনি কোনও বাধা ছাড়াই তার প্রতিদিনের গৃহস্থালীর কাজ সম্পাদন করতে পারেন।

৯. উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনার পর এবং রায় নথিতে উপলব্ধ উপকরণগুলি পর্যালোচনার পর, এই আদালত জানতে পেরেছে যে বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল গৃহবধূর ধারণাগত আয় হিসাবে ৩০০০/- টাকা ভুলভাবে মূল্যায়ন করেছে। এটি বিতর্কিত নয় যে তিনি গৃহবধূ ছিলেন না এবং গুরুতর আহত হয়েছিলেন এবং মেডিকেল বোর্ড ৫০ শতাংশ অক্ষমতা মূল্যায়ন করেছে। তবে, তিনি তার দাবি আবেদনে ৪০০০/- টাকা আয় দাবি করেছেন এবং তার দাবি প্রমাণ করার জন্য তিনি তার পরীক্ষার প্রধানের কাছে বর্ণনা করেছেন যে দুর্ঘটনার সময় তার আয় প্রতি মাসে ৪০০০/- টাকা ছিল। জেরা চলাকালীন, বীমা সংস্থা এই যুক্তি অস্বীকার করতে ব্যর্থ হয়েছিল যে তিনি প্রতি মাসে ৪০০০/- টাকা উপার্জন করছেন না। উপরন্তু, একজন গৃহবধূর কাছ থেকে নথি বা বেতনের শংসাপত্র দেখিয়ে তার প্রকৃত আয় প্রমাণ করা অপ্রত্যাশিত। তাই, বিদ্বান ট্রাইব্যুনাল একজন গৃহবধূ হিসাবে তার মাসিক আয়কে ধারণাগত আয় হিসাবে ৩০০০ টাকা হিসাবে গ্রহণ করে ভুল করেছে। একজন গৃহবধূর কাজের জন্য সাধারণ চাকরি বা উপার্জনকারী ব্যক্তির পরিষেবার চেয়ে বেশি অবদান প্রয়োজন। তিনি তার স্বামী, সন্তান, বাবা-মা এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের পুরো দিন ধরে তাদের যত্ন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, রান্না এবং অন্যান্য অনেক কিছুর মাধ্যমে বজায় রাখেন যার ফলস্বরূপ তার আয় একজন সাধারণ ব্যক্তির উপার্জনের সাথে সমান করা যায় না। তার আয় মাসিক বেতন বা মজুরি আকারে গণনা করা যায় না। এমনকি মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট **অরুণ কুমার আগরওয়াল বনাম ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কোং লিমিটেড ১** মামলায় গৃহবধূর আয় প্রতি মাসে ৫,০০০ টাকা নিশ্চিত করেছে এবং তা নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছে:

"২৩. ভারতে আদালত স্বীকার করেছে যে বাড়িতে স্ত্রীর অবদান অমূল্য এবং অর্থের দিক থেকে গণনা করা যায় না। সন্তান ও তার স্বামীর প্রতি সত্যিকারের ভালবাসা ও স্নেহের সাথে স্ত্রীর দ্বারা প্রদত্ত অযাচিত পরিষেবাগুলিকে অন্যের দ্বারা প্রদত্ত পরিষেবার সাথে তুলনা করা যায় না। একজন স্ত্রী/মা চব্বিশ ঘন্টা কাজ করেন না। তিনি দিনরাত পরিবারের অবিচ্ছিন্ন উপস্থিতিতে থাকেন যদি না তিনি নিযুক্ত হন এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিয়োগকর্তার কাজে যোগ দিতে হয়। তিনি খাবার রান্না, জামাকাপড় ধোয়া ইত্যাদি সহ স্বামী ও শিশুদের সমস্ত প্রয়োজনীয়তার যত্ন নেন। তিনি ছোট বাচ্চাদের শিক্ষা দেন এবং তাদের ভবিষ্যতের জীবনের জন্য অমূল্য দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। একজন গৃহকর্মী বা পরিচারিকা গৃহস্থালীর কাজ করতে পারেন, যেমন রান্না করা, জামাকাপড় ও বাসন ধোয়া, ঘর পরিষ্কার রাখা ইত্যাদি, কিন্তু তিনি কখনই এমন একজন স্ত্রী/মায়ের বিকল্প হতে পারেন না যিনি তার স্বামীর এবং শিশুদের নিঃস্বার্থ সেবা করেন।

২৪. পরিবারে অর্থাৎ স্বামী ও সন্তানদের প্রতি স্ত্রী/মায়ের প্রদত্ত পরিষেবার পরিবর্তে কোনও পরিমাণ নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। তবে, নির্ভরশীলদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার উদ্দেশ্যে, গৃহিণী/মায়ের পরিষেবা সম্পর্কে কিছু আর্থিক অনুমান করতে হবে। এই প্রসঙ্গে, 'পরিষেবা' শব্দটিকে একটি বিস্তৃত অর্থ দিতে হবে

[১] (২০১০) ৯ এস. সি. সি. ২১৮

এবং অবশ্যই বিবেচনা করা উচিত যে মৃত ব্যক্তি তার সন্তানদের প্রতি মা হিসাবে এবং স্ত্রী হিসাবে তার স্বামীর প্রতি যে ব্যক্তিগত যত্ন এবং মনোযোগ হারিয়েছেন তা বিবেচনা করে। মৃত ব্যক্তির দ্বারা প্রদত্ত আনুষঙ্গিক পরিষেবাগুলির ক্ষতির পরিবর্তে তারা পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী। নির্ভরশীলদের প্রদেয় পরিমাণটি হ্রাস করা যাবে না যে কোনও দাদুর মতো ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্বেচ্ছায় পরিবারকে কিছু পরিষেবা প্রদান করতে পারে যা মৃত ব্যক্তি আগে দিচ্ছিলেন। "

১০. এই ক্ষেত্রে দাবিদার নিজে স্বচ্ছ হাতে ট্রাইব্যুনালের সামনে দাবি করেন যে তাঁর আয় প্রতি মাসে ৪০০০/- টাকা। অতএব, এটি কেবল এই যুক্তির ভিত্তিতে বাতিল করা যাবে না যে তিনি তার দাবির সমর্থনে কোনও নথি উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছেন। তার মৌখিক প্রমাণ তার এই যুক্তি মেনে নেওয়ার জন্য যথেষ্ট যে তার আয় প্রতি মাসে ৪,০০০/- টাকা ছিল। দুর্ঘটনার সময় তিনি গৃহবধূ ছিলেন না বলে কোনও বিতর্ক নেই। সুতরাং, এই আদালত নিরাপদে তার আয় ৪,০০০/- টাকা হিসাবে গ্রহণ করতে পারে প্রতি মাসে।

১১. এখন পর্যন্ত বিদ্বান ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক মানসিক যন্ত্রণা এবং ভোগান্তির জন্য প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ ৫০০০/- টাকা নিম্ন দিকে রয়েছে কারণ তিনি গুরুতর আঘাত পেয়েছেন এবং মেডিকেল বোর্ড ১০ বছরের জন্য ৫০ শতাংশ অক্ষমতা দিয়েছে। মেডিকেল বোর্ড এই ধরনের সময়কাল দিয়েছে শুধুমাত্র ১০ বছর পর তার অক্ষমতা পুনরায় মূল্যায়ন করার জন্য। কিন্তু তার মানে এই নয় যে তিনি কোনও মানসিক যন্ত্রণা, যন্ত্রণা এবং কষ্ট ভোগ করেননি।

একজন গৃহিণী হিসাবে আবেদনকারীকে অবশ্যই তার ব্যথা, যন্ত্রণা এবং যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। অতএব, ক্ষতিপূরণের পরিমাণ অবশ্যই ৫০০০ টাকার বেশি হতে হবে। এলডি। ট্রাইব্যুনালের মানসিক ব্যথা, যন্ত্রণা এবং কষ্টের জন্য আরও বেশি ক্ষতিপূরণের পরিমাণ দেওয়া উচিত ছিল কারণ তাকে বেশ কয়েকটি হাসপাতালে ব্যাপকভাবে চিকিত্সা করা হয়েছিল। উপরন্তু, মাথা ব্যথা এবং কষ্টের অধীনে পরিমাণ বিবেচনা করার জন্য কোনও সোজা জ্যাকেট সূত্র নেই। তদনুসারে, এই আদালত তার ব্যথা এবং কষ্টকে ৫০,০০০/- টাকা হিসাবে মূল্যায়ন করেছে-আঘাতের প্রকৃতি, আয়ু এবং অক্ষমতার শংসাপত্র বিবেচনা করে মেডিকেল বোর্ড দ্বারা জারি করা।

১২. এখন এই আদালতকে মূল্যায়ন করতে হবে যে, মেডিকেল বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত অক্ষমতা শংসাপত্রের ভিত্তিতে এলডি ট্রাইব্যুনাল আয় এবং ভবিষ্যতের আয়ের ক্ষতির মূল্যায়ন করেছে কিনা। এটা স্বীকৃত যে, মেডিকেল বোর্ড শুধুমাত্র ১০ বছরের জন্য শংসাপত্র জারি করেছে। এই রায় থেকে জানা যায় যে, চিকিৎসার সময়কাল সহ ১৩০ মাস ধরে আয় এবং ভবিষ্যতের আয়ের ক্ষতি বিবেচনা করা হয়েছে। অক্ষমতা শংসাপত্রের পাশাপাশি আঘাতের প্রকৃতি এবং চিকিত্সার সময়কাল পর্যালোচনার মাধ্যমে, এই আদালত এও বোঝায় যে, আয় এবং ভবিষ্যতের আয়ের ক্ষতির জন্য গণনা করা সময়কাল সঠিক এবং এলডি ট্রাইব্যুনালের অনুসন্ধানে হস্তক্ষেপ করার কোনও প্রয়োজন নেই। এই আদালত এই যুক্তিকে সমর্থন করেনি যে এর প্রকৃতি আঘাত একটি স্থায়ী অক্ষমতা। সুতরাং, এই আদালত কোনও যুক্তি খুঁজে পায় না

ভবিষ্যৎ আয়ের ক্ষতির বিষয়ে বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনালের অনুসন্ধানে হস্তক্ষেপ করার কারণ যেহেতু শুধুমাত্র দশ বছরের জন্য অক্ষমতা শংসাপত্র জারি করা হয়েছে এমন পক্ষগুলির মধ্যে কোনও বিতর্ক নেই। ফলস্বরূপ, এলডি দ্বারা প্রদত্ত ১৩০ মাসের জন্য ৫০ শতাংশ হারে আয় এবং ভবিষ্যৎ আয়ের ক্ষতি। ট্রাইব্যুনাল একই থাকবে। তবে, মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের দ্বারা নির্ধারিত প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে ভুক্তভোগীর বয়স ৪০ বছরের কম হলে প্রকৃত আয়ের ৪০ শতাংশ হারে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা যুক্ত করা হবে **প্রণয় শেঠির মামলায় (সুপ্রা)** [২]।

১৩. উপরের পর্যবেক্ষণের কথা মাথায় রেখে, ক্ষতিপূরণ নিম্নরূপ মূল্যায়ন করা হবে -এর গণনা করা হয়ঃ

<u>ক্ষতিপূরণ গণনা</u>

মাসিক আয়	৪,০০০/- টাকা
যোগ করুনঃ ভবিষ্যতের সম্ভাবনা ৪০%	১,৬০০/- টাকা
মোট মাসিক আয়	৫,৬০০/- টাকা
উপার্জনের ক্ষতি এবং ভবিষ্যৎ উপার্জন @৫০ শতাংশ ২,৮০০/= X ১৩০ মাস	৩,৬৪,০০০/- টাকা

[২] (২০১৭) ১৬ এস. সি. সি ৬৮০

চিকিৎসা ব্যয়	৯,৭৪৬/- টাকা
যোগ করুনঃ অ-আর্থিক ব্যথা, যন্ত্রণা এবং আঘাতের মতো ক্ষতি দুর্ঘটনা থেকে	৫০,০০০/- টাকা
মোট ক্ষতিপূরণ	৪,২৩,৭৪৬/- টাকা

১৪. সুতরাং, আপিলকারী/দাবিদার আরও বর্ধিতকরণ পাওয়ার অধিকারী ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ২,১৪,০০০/- টাকা (৪,২৩,৭৪৬/- টাকা বিয়োগ ২,০৯,৭৪৬/- টাকা -বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ) যা দাবি আবেদন জমা দেওয়ার তারিখ থেকে প্রতি বছর ৬ শতাংশ হারে সুদ বহন করবে ১২.০২.২০১৪ থেকে চূড়ান্ত অর্থ প্রদান পর্যন্ত।

১৫. উত্তরদাতা নং. ১-চোলামণ্ডলম এমএস জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডকে বর্ধিত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ২,১৪,০০০/- সেইসাথে ২,০৯,৭৪৬/- বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল দ্বারা ভূষিত, দাবিদারকে আগে টাকা না দিলে, সুদ সহ, যা দাবির আবেদন দাখিল করার তারিখ থেকে সম্পূর্ণ পরিমাণে প্রতি বছর @ 6% সুদ বহন করবে অর্থাৎ ১২.০২.২০১৪ থেকে চূড়ান্ত অর্থপ্রদান পর্যন্ত চেক এর দ্বারা কলকাতা হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলের অফিসের সামনে উক্ত তারিখ থেকে ৪ সপ্তাহের মধ্যে।

১৬.	বিজ্ঞ রেজিস্ট্রার জেনারেল, হাইকোর্ট, কলকাতা, উপরে উল্লিখিত পরিমাণ এবং সুদ জমা করার পরে, যথাযথ সনাক্তকরণের পরে আবেদনকারী/দাবিদারদের পক্ষে পরিমাণটি ছেড়ে দেবে এবং বর্ধিত পরিমাণের উপর অ্যাড ভ্যালোরেম কোর্ট ফি প্রদানের যাচাই সাপেক্ষে, যদি ইতিমধ্যে প্রদান না করা হয়, তবে প্রদানের পদ্ধতি এবং পদ্ধতিতে তার রায় এবং পুরষ্কারে এল. ডি. ট্রাইব্যুনাল দ্বারা নির্ধারিত ২০.০২.২০২০.১৭।

১৭.	উপরের পর্যবেক্ষণগুলির সাথে, তাত্ক্ষণিক আপিল নিষ্পত্তি করা হয়।

১৮.	২০.০২.২০২০ তারিখের বিদ্বান ট্রাইব্যুনালের বিতর্কিত রায় এবং রায় কেবলমাত্র পূর্বোক্ত পরিমাণে সংশোধন করা হয়েছে। খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ নেই।

১৯.	নিম্ন আদালতের রেকর্ড সহ এই রায়ের একটি অনুলিপি রাখুন, যদি প্রাপ্ত, তথ্যের জন্য অবিলম্বে লার্নড ট্রাইব্যুনালে ফেরত পাঠানো হবে।

২০.	সমস্ত পক্ষ রায় এবং আদেশের একটি সার্ভার অনুলিপিতে কাজ করবে কলকাতার হাইকোর্টের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে আপলোড করা হয়েছে।

২১. এই রায় ও আদেশের জরুরি ফটোস্ট্যাট অনুলিপি সমস্ত আইনি আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার উপর পক্ষগুলিকে দেওয়া হবে।

(বিচারপতি অজয় কুমার গুপ্ত)

পি. আদাক (পি. এ.)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly